ভরণ-পোষণ

১। যে কোন হিন্দু স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের ভার পড়ে তাঁর স্বামীর ওপর।

২। কিছু কিছু বিশেষ কারণে যদি হিন্দু স্ত্রী আলাদা বসবাস করতে চান, তাহলেও স্বামীর ওপর তাঁর ভরণ-পোষণের ভার থেকেই যায় -

ক) যদি তুচ্ছ কারণে স্বামী স্ত্রীকে তার বিনা অনুমতিতে অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিত্যাগ করেন বা ইচ্ছে করে অবহেলা করেন।

খ) যদি স্বামী এমন দুর্ব্যবহার করেন যে স্ত্রীর ভয় হয় যে এক গৃহে বাস করা নিরাপদ নয়।

গ) যদি স্বামীর আর কোন স্ত্রী জীবিত থাকেন।

ঘ) যদি স্বামীর ছোঁয়াচে ধরণের কুষ্ঠ রোগ হয়।

ঙ) যদি স্বামী তাঁর ঘরে কোন উপপত্নী বা রক্ষিতা এনে তোলেন অথবা যদি স্বামী তার ঘরের বাইরে অন্য উপপত্নীর সঙ্গে নিয়মিত বসবাস করেন।

চ) যদি স্বামী হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন।

ছ) যদি অন্য কোন ন্যায্য কারণে আলাদা থাকতে বাধ্য হন।

৩। হিন্দু স্ত্রীর আলাদা থেকেও ভরণ-পোষণের যে অধিকার আছে তা নস্যাৎ হয়ে যাবে যদি তিনি 'অসতী' বলে প্রমাণিত হন বা বিধর্মী হন।

- বিধবা পুত্রবধূর ভরণ-পোষণের ভার তাঁর শ্বশুর নেবেন।

যদি মহিলা নিজের রোজগারে বা নিজস্ব সম্পত্তির আয় থেকে ঠিক মতো জীবনধারণ করতে অক্ষম হন বা তাঁর নিজস্ব কোন রকম আয় নেই অথচ ভরণ-পোষণের ন্যায্য পাওনাও পাচ্ছেন না, তাহলে সেক্ষেত্রে ---

ক) তাঁর স্বামীর বা পিতা-মাতার স্থাবর - অস্থাবর সম্পত্তি থেকে

খ) তাঁর ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে বা তাঁদের অবর্তমানে কিছু স্থাবর - অস্থাবর সম্পত্তির অংশীদার হিসাবে।

তবে শ্বশুরের এই দায়িত্ব আইনত গ্রাহ্য হবে না যদি তিনি যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি থেকে পুত্রবধূর ভরণ-পোষণের সংস্থান সম্ভবপর নয় বলে বোঝেন; এবং মহিলা পুনর্বার বিবাহ করলে অবশ্যই আর দায়িত্ব থাকবে না।

- সন্তান ও বৃদ্ধ মাতা - পিতার ভরণ-পোষণ

হিন্দু নারী - পুরুষ সকলের কর্তব্য তাঁদের বৈধ বা অবৈধ সন্তান ও বৃদ্ধ ও অক্ষম মা-বাবার দেখাশোনা, ভরণ-পোষণ করা।

- নাবালক ছেলে বা মেয়ে - বৈধ বা অবৈধ যতদিন নাবালক থাকবে তার বাবা বা মার কাছে ভরণ-পোষণের দাবি করতে পারে।
- বৃদ্ধ অক্ষম দুর্বল বাবা, মা, নিঃসন্তান সৎ মা, বা অবিবাহিতা কন্যার ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণের দাবি গ্রাহ্য হবে যদি তাঁরা নিজ আয় বা উপার্জনে খাওয়া - পরা থাকার ব্যবস্থা করতে না পারেন।

- 'নির্ভরশীল' ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝায়

কোন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে যাঁরা 'নির্ভরশীল' বলে স্বীকৃত তাঁরা হলেন -

১) তাঁর পিতা; মাতা; বিধবা স্ত্রী (আবার বিয়ে না করা পর্যন্ত)।

২) পুত্র; মৃত পুত্রের ছেলে (নাতি); মৃত পুত্রের পুত্র (পুতি) যতদিন সে নাবালক ও তার অন্য কোন ভরণ-পোষণের সংস্থান নেই, যেমন নাতির ক্ষেত্রে তাঁর বাবা বা মার কোন সম্পত্তি নেই, এবং পুতির ক্ষেত্রে তার বাবা-মা বা ঠাকুরদা- ঠাকুমা, দাদামশায়- দিদিমা'র রেখে যাওয়া কোন সম্পত্তি নেই।

৩) অবিবাহিতা কন্যা; মৃত পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা - যতদিন তার বিয়ে না হয় ও তার সরাসরি বাবা - মা, ঠাকুরদা- ঠাকুমা, দাদামশায়-দিদিমা'র রেখে যাওয়া ভূসম্পত্তির অধিকারী হিসেবে ভরণ-পোষণের কোন উপায় না থাকে।

৪) বিধবা কন্যা, যদি এবং যতদূর পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার সংকুলান না হয় -

ক) তাঁর স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসাবে, অথবা

খ) তাঁর পুত্র কন্যার থেকে, বা তাঁদের সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসাবে।

গ) তাঁর শ্বশুর বা দাদাশ্বশুরের সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসাবে।

৫) বিধবা পুত্রবধূ, নাতবৌ, নাতির পুত্রবধূ - যে পর্যন্ত না তারা আবার বিয়ে করে, এবং যদি তাদের অন্য সংস্থান না থাকে। (যেমন তার স্বামীর, পুত্রের ,কন্যার, নাতবৌ, শ্বশুরের সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসাবে)।

৬) অবৈধ নাবালক পুত্র যতদিন সে সাবালক না হয়।

৭) অবৈধ কন্যা, যতদিন তার বিয়ে না হয়।

সাধারণ ভাবে হিন্দু প্রথা অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার যে (বা যাঁরা) পান, তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ে নির্ভরশীলদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার।

(এ সবের মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি শর্ত আছে যার ব্যাখ্যা এখানে প্রয়োজন বোধহয় নেই।)

জেনে রাখা দরকার

এই আইনের আওতাভুক্ত কোন পুরুষ যদি তার উপর নির্ভরশীল কোন মহিলার ভরণ-পোষণের ভার না নেন, তবে সেই মহিলা যেখানে বসবাস করেন সেই আদালতে উকিলের সাহায্যে মামলা করতে পারবেন।

বিঃ দ্রঃ কিছুদিন আগে ভরণ-পোষণ আইনে একটি নতুন ধারা যুক্ত হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী নির্ভরশীল মা/বাবার ভার তাদের ছেলে/মেয়েদের নিতেই হবে। তারা যদি সেই দায়িত্ব পালন না করে, তাঁদেরকে/তাঁকে খাওয়া-পরা না দেয় বা হাত খরচের টাকা না দেয় তাহলে তাঁর/তিনি, তাঁর/তাঁদের এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

যদি কোন ছেলে/মেয়ে তাদের মা/বাবাকে মারধোর করে বা বাড়ি থেকে বার করে দেয় তা হলে তাঁরা/ তিনি স্থানীয় পুলিশ থানায় অভিযোগ করতে পারেন। পুলিশ যদি পনের দিনের মধ্যে কোন উদ্যোগ না নেয়, তবে তাঁর/ তিনি সরাসরি হাইকোর্টে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন।